

## অত্যাচার।

কয়েকটা ছবি মাত্র। ইরাকের কারাগারে বন্দী ইরাকীদের ওপরে মার্কিনী সৈন্যদের নৃশংস অত্যাচারের ছবি। যেগুলো দেখে যেন বজ্রাঘাতে স্থবির হয়ে গেছে বিশ্বের মানব ও মানবতা।

কেউ যেন কাউকে ঠকাচ্ছে কোথাও। চোরের সাত দিন আর গেরস্তের একদিন নয় কি ব্যাপারটা? এবার শুধু সে বমাল ধরা পড়েছে, তার বেশী কিছু নয়। কিন্তু চোরটার চিরকালের হিংস্রতা তো সবার জানা-ই ছিল। একান্তরে পাকিস্তানী সৈন্যের আর রাজাকারের কারাগারে হুবহু একই হিংস্রতা আর আতঁনাদ। সাইপ্রাসে শুধু দৃষ্টিসুখের উল্লাসে বাচ্চাদের গুলী মেরে করে মজা করেছিল বৃটিশ সৈন্যেরা, ভারতের দুশো বছরের বৃটিশ সৈন্যের ইতিহাস জালিয়ানওয়ালা বাগের পুনরাবৃত্তিতে ভরা। জাপানী সৈন্যদের নামই ছিল অত্যাচারী, তার জন্য জাপান পরে ক্ষমা চেয়েছে কোরিয়ার কাছে। সাধারণ শিখদের ওপরে ভারতীয় সৈন্যদের, আর আমাদের অপারেশন ব্লিন হার্টের ব্লিন সৈন্যদের হতভাগ্য শিকাররাও একই বিবরণ দেবে। রোয়ান্ডার সৈন্যরাও কম যায় না, কম যায় নি রাশিয়ার সৈন্যরাও। এমনকি এত যে শান্তির ধ্বজাধারী ক্যানাডার সৈন্যরা, তারও বিরাট ছবি দেখেছি খবরের কাগজে, “ক্যানাডাজ শেম” নামে। আফ্রিকার বন্দীর ওপরে অত্যাচারের ছবি ছিল সেটা, সে সৈন্যের বিচারও হয়েছে। শুধু একান্তরে বন্দী নাপাক বাহিনীর ভাগ্য সেদিক দিয়ে অত্যন্ত ভালো। শুধু সৈন্যই বা কেন, পুলিশও কি কম যায়? তৃতীয় বিশ্বের পুলিশের অত্যাচারও হুবহু এক। তফাতটা হল এই যে এখানে ধরা পড়লে বিচার হয়, আর আমাদের দেশে ইন্ডেমনিটি আইন করে অত্যাচারী সৈন্যকে বাঁচানো হয়।

বন্দীর ওপরে সৈন্যদের চিরন্তন অত্যাচার মানব-ইতিহাসের চির-বেদনার্ত অধ্যায়। প্রত্নতত্ত্ব খুঁড়ে খুঁড়ে এমন কত যে কংকাল মিলেছে তার ইয়ত্তা নেই। সৈন্যদের স্বভাবই তাই, ওদেরকে বানানোই হয় বিবেকহীন মানবতাহীন দানব করে যাতে মানুষ খুন করতে বিবেকে না বাধে।

সেই নামহীন মানুষটাকে শান্তির নোবেল প্রাইজ দেয়া উচিত, যাঁর কাছে তার বন্ধু অত্যাচারী সৈন্যটা সখ করে অত্যাচারের ভিডিও পাঠিয়েছিল। দেখে যিনি বন্ধুত্বের অন্যায় দাবী উপেক্ষা করে ভিডিওটা তক্ষুনি কাগজ-টিভি-রেডিয়োকে দেখিয়েছিলেন। কিন্তু অধুনিক সভ্যতার হট্টনিম্নাদে তাঁর নাম হারিয়ে গেছে, কেউ তাঁর খোঁজ করছে না। অথচ কে জানে এমন ছবি অত্যাচারী সৈন্যরা কত পাঠিয়েছে তাদের বন্ধুদের। সবাই সেগুলো গাপ করে ফেলেছে, শূন্যে হারিয়ে গেছে অগণিত হতভাগ্য বন্দীদের আতঁনাদ হাহাকার আর গোঙানী।

এ অত্যাচার ঠেকানো কঠিন কিছু নয় কিন্তু। বন্দীদের ঘরে ঘরে ক্যামেরা বসানো যেতে পারে। আর জাতিসংঘের প্রতিনিধির সাথে স্থানীয় অরাজনৈতিক সম্মানিত নাগরিকদের সমন্বয়ে পর্যবেক্ষণ দল বানানো যেতে পারে, যাঁরা বিভিন্ন দেশের সৈন্যদের বা পুলিশের কারাগারে খবর ছাড়াই হঠাৎ হাজির হবেন, বন্দীদের সাথে কথা বলে রিপোর্ট পেশ করবেন।

এটা করা কঠিন মোটেই নয়, এ হলেই অন্ততঃ কিছুটা সুরাহা হতে পারে এ অমানবিকতার। কিন্তু তা কি আর হবে!

ফতেমোল্লা। ৪ মে, ৩৩ মুক্তিসন।